Ramakrishna Vivekananda Mission

Junior High School

Model Answer Paper -- 2020

Class -- V

Subject -- History

Time :- 2:30 hrs. **Full Marks -- 100**

---

১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে পূর্ণ বাক্যে লেখ –

ক) দ্বিতীয় জন ঝড়ের অন্তরীপ-এর নতুন নাম দেন উত্তমাশা অন্তরীপ ।

খ) ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী রোজারবেকন কে 'যাদুকর' আখ্যা দেয়া হয়েছিল ।

গ) ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ফুলটন প্রথম বাষ্প চালিত জাহাজ জলে ভাসান।

ঘ) 'ব্লাস্ট ফার্নেস' আবিষ্কার করেন জন স্মিটন ।

ঙ) ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির চ্যান্সেলর হল এডলফ্ হিটলার ।

চ) টুং-মেং-হুই নামে বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সান ইয়াৎসেন ।

ছ) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রেনভিল 'স্ট্যাম্প অ্যাক্ট' নামের একটি আইন পাস করেন ।

জ) 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায় ।

ঝ) বেতার তরঙ্গের আবিষ্কার করেন জগদীশচন্দ্র বসু ।

ঞ) গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ।

২) শূন্যস্থান পূরণ করো-

ক) <u>১৯৪৩</u> খ্রিস্টাব্দে ২১শে অক্টোবর <u>সিঙ্গাপুরে</u> নেতাজি স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করেন ।

খ) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে তলোয়ার নামক জাহাজে নৌসেনারা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ।

গ) রাষ্ট্রপতির পর পদমর্যাদার দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতির স্থান ।

ঘ) প্রধানমন্ত্রী হলেন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ।

ঙ) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন ।

চ) ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ত্রয়োদশ উপনিবেশ গড়ে ওঠে জর্জিয়ায় ।

ছ) রুশ বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করেছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা ।

৩) 'শুদ্ধ' ও 'অশুদ্ধ' নির্ণয় করে পাশে লেখ–

ক) পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কে পঞ্চায়েত প্রধান বলে । → অশুদ্ধ

খ) লালা লাজপত রায় গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন । → অশুদ্ধ

গ) আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় গোপবন্ধু দাস কে 'উৎকলমনি' আখ্যা দেন । → শুদ্ধ

ঘ) বিদ্যাসাগর আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । → অশুদ্ধ

ঙ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন জর্জ ওয়াশিংটন । → শুদ্ধ

চ) স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম রাজা হন প্রথম চার্লস । → অশুদ্ধ

ছ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস স্থাপিত হয় । → অশুদ্ধ

জ) বর্তমানে মোবাইল ফোন এনেছে যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব । → শুদ্ধ

ঝ) কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী । → শুদ্ধ

ঞ) পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের কাছে জয়ী হন । → অশুদ্ধ

৪) সালগুলি বিখ্যাত কেন লেখ–

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ – সিপাহী বিদ্রোহ
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ – ভার্সাই সন্ধি / জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড
১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ – নতুন সংবিধান কার্যকরী হয়
১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ – আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়
১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ – সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হয়
১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ – দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার
১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ – ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ
১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ – ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপন
১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দ – অধিকারের বিধি বা বিল অফ রাইটস পাশ
১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ – বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

৫) পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও–

ক) বেদান্ত গ্রন্থ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় ।
খ) ইয়ংবেঙ্গল দল প্রতিষ্ঠা করেন ডিরোজিও ।
গ) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে 'আগস্ট বিদ্রোহ' বলে ।
ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ঙ) ভারতের সংবিধান তৈরি হয় ডঃ বি. আর. আম্বেদকর এর নেতৃত্বে ।
চ) বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কার করেন এডওয়ার্ড জেনার ।
ছ) আমেরিগো ভেসপুচির নাম অনুসারে 'আমেরিকা' নাম হয় ।
জ) জন কে দ্রুতগামী মাকু তৈরি করেন ।
ঝ) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হয়েছিল ।
ঞ) 'আয়রন সাইড' নামে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন অলিভার ক্রমওয়েল ।

৬) টীকা লেখ–

ক) **<u>মৌলিক কর্তব্য–</u>**

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিক কর্তব্য না করলে রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে । তাই কর্তব্যগুলি আদর্শ নাগরিকদের পালন করা উচিত । ভারতীয় সংবিধানে কর্তব্য গুলি হল–

১) নাগরিককে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য , জাতীয় সঙ্গীত , জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ।

২) যেসব মহৎ আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা–সংগ্রামের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে , সেগুলিকে সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা ।

৩) দেশের সার্বভৌমত্ব , ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও রক্ষা করা ।

৪) দেশ রক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা ।

৫) ধর্ম , ভাষা ও অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে ভাতৃত্ববোধের বিকাশ ও সম্প্রীতি স্থাপন করা । নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ।

৬) ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐতিহ্যকে রক্ষা করা ।

৭) অরণ্য , নদ-নদী , হ্রদ ও বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং প্রাণী সমূহের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা ।

৮) বৈজ্ঞানিক মনোভাব , মানবিকতা , অনুসন্ধান ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার করা ।

৯) জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ এবং হিংসার পথ বর্জন করা ।

১০) ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে জাতীয় অগ্রগতির জন্য উৎকর্ষের পারদর্শিতা অর্জন করা ।

খ) <u>নৌ বিদ্রোহ-</u>

আজাদ হিন্দ বাহিনীর আদর্শ ও স্বাধীনতার দাবি নৌ-সেনাবাহিনীকে প্রভাবিত করে । ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে তলোয়ার নামক জাহাজে নৌসেনারা প্রথম বিদ্রোহ করেন । তারা ইংরেজ পতাকা নামিয়ে জাহাজে ভারতীয় পতাকা তুলে দেন । পরে বিদ্রোহ করাচি , কলকাতা , মাদ্রাজে ছড়িয়ে পড়ে । নৌ-সেনারা ইংরেজ ভারতছাড়ো ধ্বনি তুলে বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে দেন । কিন্তু নৌ-সেনারা আত্মসমর্পণ করলে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় । এই বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে আর বেশিদিন সামরিক শক্তির দ্বারা সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না ।

গ) <u>ডিরোজিও-</u>

১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এক ইঙ্গপর্তুগিজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন । তার যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বাংলা সমাজ জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । ডিরোজিও ছাত্র ও শিষ্যদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন , যা 'নব্য বঙ্গ' বা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে খ্যাত । কোম্পানির শাসন কালে তিনি শিষ্য দল নিয়ে বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন । তিনি শিষ্যদের সমাজ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং যুক্তিপূর্ণ বিচারের শিক্ষা দেন । ডিরোজিও ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা করেন । এই সভাতে সেই সময়কার হিন্দু সমাজের কুসংস্কার গুলি সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল । এছাড়া তিনি 'পার্থেনন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ।

তার শিষ্যরা সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন । তিনি শিষ্যদের দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন । খুব অল্প বয়সে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান । কিন্তু ছাত্র সমাজে তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন তা ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ।

ঘ) <u>প্রথম চার্লস-</u>

স্টুয়ার্ড বংশের রাজা প্রথম জেমস এর মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম চার্লস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন । তিনিও পিতার নীতি অনুসরণ করেন । চার্লসের রাজত্বকালে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয় । এই বিরোধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হয় । গৃহযুদ্ধ প্রায় ২৫ বছর চলে । শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের পক্ষে সেনাপতি অলিভার ক্রমওয়েল 'আয়রন সাইড' নামে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন । এই

সেনাবাহিনীর কাছে চার্লস আত্মসমর্পণ করেন । এক বিচারসভায় প্রজাদের উপর অত্যাচার ও দেশ দ্রোহীতার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় । ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে রাজপ্রাসাদের সামনে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয় ।

৭)

ক) কোপারনিকাস পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ ছিলেন ।

তিনি ঘোষণা করেছিলেন সূর্য স্থির তাই পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ।

খ) ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে , গুটেনবার্গ এর ছাপাখানায় বাইবেল প্রথম ছাপা হয় ।

গ) ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১লা মে চিকাগোর হোশহরে শ্রমিকরা একটি মিছিল বের করে । সেখানকার শ্রমিকদের দাবি ছিল প্রতিদিন আট ঘন্টার বেশি কলকারখানায় কাজ করবে না । কিন্তু আমেরিকার পুলিশ এই মিছিলের উপর লাঠি ও গুলি চালায় , পরে নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হয় । তারপর থেকে সব দেশের মানুষ ১লা মে দিনটি শ্রমিকদের স্মরণে 'মে দিবস' হিসেবে পালন করে ।

ঙ) ভারতের একমাত্র মহিলা বেগম ফয়েজুন্নেসা চৌধুরী কে 'নবাব' উপাধি দেয়া হয়েছিল ।

তিনি ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।

চ) ১৯১১ সালে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে চিন বিপ্লব হয়েছিল ।

এর ফলে মাঞ্চু বংশের পতন হয় , চীনের নানকিং শহরে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । সান ইয়াৎ সেন তার রাষ্ট্রপতি হয় ।

ছ) ১৬৬০ সালে নেভিগেশন আইন চালু হয়েছিল ।

এই আইনে বলা হয়েছিল উপনিবেশিকরা নিজেরা সরাসরি কোন দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি বা রপ্তানি করতে পারবে না । ইংল্যান্ড এর মাধ্যমে উপযুক্ত কর দিয়ে আমদানি বা রপ্তানি করতে পারবে ।

জ) ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় কলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ।

ঝ) ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে আত্মরাম পান্ডুরঙ্গ 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন ।

হাইকোর্টের বিচারপতি মাধব গোবিন্দ রানাডে যোগদানের পর এই সমাজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ।

ঞ) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজী নিহত হন ।

৮) সংক্ষেপে উত্তর দাও-

ক) ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যেমন- যাজক , অভিজাত সম্প্রদায় ও বাকিরা ছিল সাধারণ মানুষ । যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় সমাজের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করতো । কিন্তু তার বদলে কোন রাজস্ব বা কর দিত না । কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকরা অর্থাৎ শ্রমিক , কৃষক , বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি মানুষরা সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল । ফলে এই শোষনের বিরুদ্ধে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল । তবে এই ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণ ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে দেশের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কথা রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে দার্শনিকরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন । এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রুশো , ভলতেয়ার এবং মন্টেস্কু ।

রুশো তার 'সামাজিক চুক্তি' বা 'সোসাল কন্ট্রাক্ট' গ্রন্থে বলেন যে জনগণ এক চুক্তি দ্বারা রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছেন । চুক্তি ভঙ্গ করলে রাজাকে পদচ্যুত করার অধিকার জনগণের আছে । তিনি ঘোষণা করেন সাম্য , মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা , ভলতেয়ার তার 'কাঁদিদ' ও 'লতর ফিলজফিক' গ্রন্থে ফরাসি রাজতন্ত্র ও দুর্নীতির ধর্মীয় সংগঠনের সমালোচনা করেছেন । মন্টেস্কু 'স্পিরিট অফ লজ' গ্রন্থে রাজার ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার বিরোধিতা করেন । তিনি বলেন রাজা জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করবেন । দার্শনিকদের রচনা পড়ে ফরাসি জনসাধারণ বিপ্লবে সামিল হন ।

১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিল অফ রাইটস পাশ হয় ।

খ) চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অবদান অনস্বীকার্য । বিভিন্ন আবিষ্কার সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে । বিভিন্ন বিজ্ঞানী তাদের আবিষ্কারের মাধ্যমে সভ্যতার বিকাশে বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন । ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার বসন্ত রোগের টিকা বা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন । স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন । এই পেনিসিলিন হলো চিকিৎসা জগতে প্রথম জীবাণুনাশক ঔষধ । তিনি ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী ছিলেন । লুই পাস্তুর ছিলেন ফরাসি জীবাণুবীদ । তার যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ । ফলে সারা বিশ্বের মানুষ এই রোগের আতঙ্ক থেকে রেহাই পায় । রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন । কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন একজন বাঙালি বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ।

শিশুর জীবনকে নিরাপদ করার জন্য পোলিও , হাম , ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে । আজ এইসব প্রতিষেধক নেওয়া প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । আগে বসন্ত , টাইফয়েড , যক্ষা প্রভৃতি রোগের ফলে মহামারী দেখা দিত । কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষেধক আবিষ্কার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনেছে ।

গ) উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অন্যতম সমাজ সংস্কারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েও ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন । তাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষারও সুযোগ পায় ।

<u>বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা-</u>

সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বিধবা বিবাহ প্রচলন । এই সময় বাল্য বিবাহ প্রচলন থাকায় অল্প বয়সে বহু বালিকা বিধবা হত । বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তন করার জন্য তিনি

আন্দোলন শুরু করেন । ধর্মশাস্ত্র দিয়ে উদ্ধৃতি তুলে এই প্রথার পক্ষে জনমত গঠন করেন । শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট ক্যানিং হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনের দ্বারা এই বিবাহকে বৈধ বলে ঘোষণা করেন । এছাড়া বিদ্যাসাগর সমাজে বহুবিবাহ , গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুপ্রথার বিরোধিতা করেন ।

নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা-

বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু চেষ্টা করেন । তার উদ্যোগে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । কলকাতায় বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় । এছাড়া তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন , যা এখন বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত ।

শিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা-

বাংলা ভাষার বিকাশে ও উন্নতিতে অবদান অসামান্য । শিশুরা যাতে বাংলা ভাষা সহজে শিখতে পারে তার জন্য তিনি বর্ণপরিচয় , কথামালা , বোধোদয় প্রভৃতি সুন্দর শিশু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন । এছাড়া তিনি উপক্রমণিকা , ব্যাকারণ কৌমুদী , সীতার বনবাস , বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি বাংলাভাষাকে আধুনিক রূপ দান করেছেন । তাই রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পী । তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতা করেননি , এই শিক্ষার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল । সমাজ সংস্কার ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।

ঘ) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল । বিদ্রোহ একদিনে শুরু হয়নি । ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর একশো বছর ধরে কোম্পানির অত্যাচার ও শোষনের ফলেই এই মহা বিদ্রোহ ঘটেছিল । ভারতীয়দের মধ্যে বহু দিনের জমে থাকা অসন্তোষ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল । বিদ্রোহের কারণগুলি হল-

প্রথমতঃ- লর্ড ডালহৌসির রাজ্য বিস্তারে স্বত্ববিলোপ নীতি ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন করে । এই নীতি প্রয়োগ করে তিনি সাঁতরা , নাগপুর , ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য দখল করেন । এছাড়া অযোধ্যা রাজ্যটিও ইংরেজরা দখল করে ইংরেজদের এইসব নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে ।

দ্বিতীয়তঃ- ভারতে কোম্পানি শাসন শুরু হওয়ার পর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন , সতীদাহ প্রথা বিলোপ , বিধবা বিবাহের প্রচলনে ভারতীয়রা ধর্মের প্রতি আঘাত মনে করেছিল ।

তৃতীয়তঃ- কোম্পানি ভারতে ইংল্যান্ডের তৈরি পণ্যদ্রব্য আমদানির ফলে ভারতীয় কুটির শিল্প ধ্বংস হয় । এছাড়া ভারতীয়দের উপর নানা কর স্থাপন করে । ফলে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও ইংরেজদের প্রতি বিরোধিতা তীব্র হয় ।

চতুর্থতঃ- যোগ্যতা থাকলেও ইংরেজ সিপাহী অপেক্ষা ভারতীয় সিপাহীরা বেতন , ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা কম পেত । তাদের দূর দেশে সমুদ্র পার হয়ে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হতো ।

পঞ্চমতঃ- এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এনফিল্ড রাইফেল এর প্রচলন । এই রাইফেলের কার্তুজে ব্যবহার করা হতো শুয়োরের এবং গরুর চর্বি । ধর্মপ্রাণ ভারতীয় সিপাহীরা কার্তুজ ব্যবহারে আপত্তি জানায় ।